১২- ১১ -১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

''মিষ্টি বাচ্চারা ——"নিজেকে রাজযোগী মনে করে বিকারী সম্বন্ধের প্রতি মমত্বকে বের করে দাও, কেবলমাত্র সম্পর্ক রাখার জন্য সাথে থাকো ।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা দেহ-(ভান) জ্ঞানকে ভুলেছো, এর স্মরণ শাস্ত্রে কি রূপে দেখানো হয়েছে?

উত্তর :- দেখানো হয়েছে যে পান্ডবরা পাহাড়ে গলে গিয়েছিল । কিন্তু তাঁদের কি দরকার ছিল যে পাহাড়ে বরফের মধ্যে গিয়ে শরীর ত্যাগ করবার ? নিয়ম বলে যে হিমালয়ের পাহাড়ের উপরে গিয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে না । তোমরা তো যোগবলের দ্বারা শরীর ত্যাগ করে দাও । দেহ জ্ঞান ভুলে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করছো ।

ওম শান্তি । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বোঝাচ্ছেন তো রোজ কিন্তু তাও কিছু কিছু কথা ভুলে যায় । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা দরকার যে এটা হল সঙ্গমযুগ। আমরা সঙ্গমযুগে আছি । বাবা তো আসেন সঙ্গমযুগে । কলিযুগের অন্তিমে আর সত্যযুগের আদির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । এই সময়ে ঈশ্বরকে ডাকাও হয়ে থাকে । পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগের অন্তিমে কালকে, এই জন্যই তখন সময় থাকতে ঈশ্বরকে ডাকে না । বাবাও আসবেন না । যখন কলিযুগের অন্তিম কাল হবে তখন আমাকে ডাকবে - বাবা আমাদেরকে, পতিতদের পবিত্র বানাতে আসুন ।কলিযুগের অন্তিমে আর সত্যযুগের আদিতে আসুন । ডাকে তো, কিন্তু ওদের জানা নেই যে কল্পের আয়ুষ্কাল কত সময়ের । ভাবে যে ভক্তি করতে করতে, ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত পেয়ে যাবে ।কল্পের অন্ত কখন, এটা কেউ জানে না । তখনই স্মরণ করা হয় যখন কলিযুগের অন্তিমকাল ।সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে তো সব সময় সুখ থাকে, আর দ্বাপরেও এতো দুঃখ থাকে না ।কলিযুগে মানুষেরা যখন খুব দুঃখী হয় তখন বাবাকে ডাকতে শুরু করে। তমোপ্রধান মানেই দুঃখী, তাই তো ডাকে, তাই না। হে, দুঃখহর্তা, সুখ হর্তা আসুন । দুঃখের বন্ধন অনেক হয় ।দুঃখের সময় ভগবানকে এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ডাকা হয় । যখন কোনো দুঃখ থেকে মুক্ত হবার রাস্তা পাওয়া যায় না তখন অনেক তীব্র ভাবে ডাকা হয় । কিন্তু তাসত্ত্বেও পাওয়া যায় না । যেমন গোলকধাঁধা হয় তেমন, যেখান দিয়ে যাওয়া হয় রাস্তা আর পাওয়া যায় না । তারপর ক্লান্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে । এখানেও মানুষ যখন অনেক দুঃখী হয়ে যায় তখন চিৎকার করে আর বলে -- হে দুঃখহর্তা সুখ হর্তা, হে অন্ধের লাঠি । এই সময়েই ডাকা হয়, হে অন্ধের লাঠি বলে ।

এখন তো তোমরা সঙ্গমযুগে আছো । একদিকে পাণ্ডব আর একদিকে কৌরব । অন্ধ তাকেই বলা হয় যে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানে না । প্রাজ্ঞ তাকেই বলা যায় যে বাবার দ্বারা রচনা আর রচয়িতাকে জেনে গেছে । তোমরা তো ভাবছো যে আমাদের রাজ্য - ভাগ্য পেয়েছি, তাই তো চিত্র দেখাও সত্যযুগ হলো শিববাবার স্থাপনা, এই জন্যই নাম হয়েছে শিবালয়। তারপর বিকারী হয়ে গেলে বাম মার্গের স্থাপনা হয় এই জন্য একে বেশ্যালয় বলা হয় । সত্যযুগ হলো শিবালয় । কলিযুগ হলো বেশ্যালয় । তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণেরা এটা তো জানো যে তোমরা এখন না বেশ্যালয়ে আছো আর না শিবালয়ে আছো । তোমরা শিবালয়ে যাচ্ছো । এখন বেশ্যালয়, বিকারী সম্বন্ধীয় থেকে সমস্ত মমত্ব বেরিয়ে গেছে। এখন তে কেবল ভবিষ্যত সম্বন্ধীয়তে মমত্ব আছে। এখন আমরা রাজযোগী ওরা হলো যোগী। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো কানেকশন

(যোগাযোগ) নেই । তৎসত্ত্বেও সম্পর্ক রাখবার জন্য নিজের ঘরেই তো থাকতে হবে । তাহলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ(কানেকশন) থাকে কেননা ব্রাহ্মণদের মতো উচ্চ সেবা আর কেউ করতে পারবে না । রুহানি (আত্মিক) সেবার জন্য বাবাই নিমিত্ত হন ।উনি বাবা, শিক্ষক আবার গুরু ও ।সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সদগুরু। সত্যকে সুপ্রিম (পরমপিতা) বলা হয় । ওনার থেকে আমরা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করি ।এই কথা যদি মনে থাকে তাহলে তো সবসময় খুব আনন্দে থাকা উচিত, এবং অন্যদেরও বোঝানোর উচিত আর তাতেইপুরুষার্থ করা হয়ে যায় । প্রথমে তো উনি হলেন পারলৌকিক বাবা । উনি হলেন সত্য শিক্ষক, সদগুরু । সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য - অন্ত এর জ্ঞান দেন, এই জন্যই ওনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । প্রথমে তো ওনার মহিমা বর্ণনা করতে হবে । উনি হলেন সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সত্য সদগুরু । "সত্য "ধর্মের স্থাপনা করে ।চাওয়া হয় তো একটা অখন্ড রাজ্য হোক ।সেটা তো সত্যযুগে হয় । এখানে তো সেটা হতে পারবে না । মানুষেরা বলে যে একটা অখন্ড পৃথিবী হোক, একতা হোক সবার মধ্যে । পৃথিবী তো একটাই । কেবল পৃথিবীতে একটাই রাজ্য হোক, এটা তো হওয়া সম্ভব । দেবতাদের রাজত্ব ছিলো, ওখানে কোনও গণ্ডগোলের ব্যাপার নেই । বেহদের বাবা এসে রাজধানীর স্থাপনা করেন ।এসব তো তোমরা সব বুঝতে পারছো ।বাবাই রাজযোগ শেখান কৃষ্ণ কিন্তু শেখান না । ওরা কৃষ্ণ শিখিয়েছেন ভেবে নিয়েছে । রাজযোগ তখনই শিখিয়েছেন যখন রাজধানী স্থাপনা করা হচ্ছিল । শাস্ত্রে এর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু কেবল মহিমা বর্ণনা করলে কি রাজযোগ শেখানো হয়? যারা গীত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তারা কি রাজযোগ শেখাবেন? গীতা তারাই শোনায় যারা এসবের মধ্যে থেকে তাঁর মহিমা বর্ণনা করে । ভগবান যাদের এইসব শোনান তারাই রাজ - পদ প্রাপ্ত করেছে । বাদবাকি এইসব উৎসব ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের কথা । মুখ্য হলো সঙ্গমযুগের কথা । শিববাবা আসেন, শিব জয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয় । শিববাবা আসার পরে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে । কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের মালিক । শিববাবা এসে কৃষ্ণকে এমন তৈরি করেছেন । একা কৃষ্ণকে তো শুধু জ্ঞান দেননি নিশ্চয়ই। কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা করেছেন নিশ্চয়ই । আত্মাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবার জন্য যোগ শেখান । তোমরাই তো আবার সতো, রজো, তমোতে আসো, তাই না । এমনও তো হতে পারে না যে সত্যযুগেই তোমরা বসে থাকলে । ৮৪ জন্মের হিসাব তো আছেই । সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে..... নিশ্চয়ই আসতে হবে । দিনের পরই রাত্রি আসবেই। সত্যযুগের স্থাপনা কে করেন, কেমন করে করেন? কেননা সত্যযুগ তো নতুন দুনিয়া । বাবা বলেন যে আমি পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তন করে দিই ।
এই হলো মহাভারতের মহাযুদ্ধ, মিসাইলের (missiles) যুদ্ধ । বলা হয় যে পাণ্ডবেরা ছিলেন, পাণ্ডবদেরই জীত হয়েছিল । স্বরাজ পেয়েছিল নিশ্চয়ই । তাই জন্য স্বরাজে আসবেন নিশ্চয়ই । শরীর যেখানেই হোক ত্যাগ করুক না কেন, রাজত্বে প্রবেশ করতেই হবে । নিয়ম তো বলে যে হিমালয় পাহাড়ে কেউ দেহ ত্যাগ করে না । যোগ তো এখানেই শেখা হয় । যোগবলের দ্বারা শরীর ত্যাগ করতে হবে । ওঁদের (পাণ্ডব) কি দরকার পড়ে ছিল যে পাহাড়ের বরফের মধ্যে গিয়ে শরীর ত্যাগ করবেন । এগুলো হলো গল্প কথা । যেমন সাপ পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস নেয় । তেমনই আত্মাও এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর নেয় । শান্তিধামে গিয়ে আবার সত্যযুগে আসবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, সত্যযুগে যখন শরীর বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন নিজে নিজেই সময় হলে পরে, এক শরীরে ছেড়ে আর এক শরীরে যাবে ।ওখানে(সত্যযুগে) শান্তিধামে ফেরত যাবার ব্যাপার নেই । শান্তিধামে তো এখন এখান থেকে যাবে । এখন তো প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, তোমাদের এই প্র্যাকটিস অবিনাশী হয়ে যায়। এখানে প্র্যাকটিস করানো হয় এই জন্য যে পুরোনো

দুনিয়া ছাড়তেই হবে । ওখানে তে নতুন দুনিয়া আছে । স্বর্গবাসী শরীর ত্যাগ করে স্বর্গেই তো যাবে । নরকবাসী শরীর ত্যাগ করলে নরকেই তো থাকতে হবে । স্বর্গে যেতে পারবে না ।সত্যযুগে তো তখনই যেতে পারবে যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন, তখনই দৈবী রাজধানীতে অর্থাৎ সত্যযুগে যেতে পারবে । রাজা মহারাজের উপাধি (টাইটেল) এখানেও পাওয়া যায় । পদের মর্যাদা অন্য রকম হবে কিন্তু নাম একই রকম চলতে থাকবে, কোনো পরিবর্তন হবে না । কেউ কেউ নিজের উপাধি(টাইটেল) স্থির করে নেয় কিছু পয়সার বিনিময়ে । পূর্বে লাখ দুই লাখ দিলে পরে উপাধি (টাইটেল) পাওয়া যেত । তাই তো এইসব রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন । ওনাকে বলা হয়" স্পিরীচুয়াল ফাদার ", আত্মাদের পিতা.... যাঁকে আমরা ডাকি যে হে, বাবা আসুন, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান । এখানে অনেক দুঃখ । আমাদের রাম রাজ্যে নিয়ে চলুন । ড্রামা অনুযায়ী পাঁচ হাজার বছর আগে এমন বলা হয়েছিল পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতেই হবে । এই চক্র পুনরাবৃত্ত হতে থাকে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি । এই সমস্ত নিশ্চয়ই লিখে রাখতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী আসি । ড্রামাও লিখতে হবে । তাহলে মানুষেরা জানতে পারবে যে এই হলো পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা । এখন তো মনুষ্য মাত্রই পতিত এই জন্যই তো স্বয়ং বলে যে আমরা পাপী, নীচ হয়ে আছি । এতো বেশ্যালয়, বিষের, বিষয় সাগর হয়ে আছে । বিষ্ণুপুরী ক্ষীরের সাগর ছিল, যেখানে লক্ষী নারায়ণ দুজনেই ছিলেন। "ক্ষীরসাগর "তো তুলনা মূলক ভাবে বলা হয়েছে, বাস্তবে কিন্তু ক্ষীরসাগর হয় না । সাগর তো সত্যযুগে এইরকমই হতো আবার কলিযুগেও হয়ে থাকে । সত্যযুগে সম্পূর্ণ সাগরের মালিক তোমরাই হও । পুরো পৃথিবী, আকাশের মালিক তোমরাই হও । এখন তো সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । এখন এই হলো সঙ্গমযুগ ।সঙ্গমযুগ যখন স্মরণ করবে তখনই তোমরা সত্যযুগে যাবে । সঙ্গম যখন তখন বাবা নিশ্চয়ই আছেন ।উনি এই দুনিয়া পরিবর্তনকারী । স্থাপনা তো ব্রহ্মার দ্বারা এখানে হয় । তোমরা এখন চিত্র আঁকবে ।বাবা হলেন বিন্দু, লাইট, মাইটের (জ্যোতি আর শক্তি) । তোমাদের আত্মাও হলো লাইট (আলোকিত) । তাহলে তোমাদের লাইট (আলো) কেমন করে দেওয়া হবে, তাই তোমাদের কপালে বিন্দু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আত্মাকে লাইট (আলো) কেমন করে দেওয়া যায়! লাইট (আলো) দিলে আরো বৃহৎ (বড়ো) রূপে পরিণত হয় । সেই বড়ো লাইটকে পূজো করা হয়, এই জন্যই মানুষ পরমাত্মাকে জ্যোতি স্বরূপ বলে । বাস্তবে জ্যোতি হলো পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ । মানুষেরা ভাবে - তিনি(ঈশ্বর) হলেন জ্যোতি স্বরূপ । বিন্দুকে যদি ছোট লাইট দেখানো হয় তাহলে কি তাঁর পূজো করা যাবে । এই জন্য বড়ো করে দেওয়া হয়েছে । বাবা বলেন, "আমি পরম আত্মা ঈশ্বর , সুপ্রিম সোল, যাঁকে তোমরা পরমাত্মা বলো ।" কিন্তু ছোটো বিন্দুর পূজো কেমন করে হবে । লাইট কেমন করে দেখা যাবে । কেউ কেউ শিবলিঙ্গের পূজো করে, আবার সাহুকার(ধনবান) হলে হীরা গোল করে কেটে লিঙ্গ রূপে পুজো করে । নাম কিন্তু শিবলিঙ্গই হবে । উনি তো তারা(star) আর অন্য কোনো কিছু নয় । এসব হলো অনেক বড় গুহ্য কথা, বোঝবার বিষয়। আত্মা কিন্তু ছোট বড় হয় না ।নাহলে যে কোন জায়গায় ফিট (fit) কেমন করে হবে । এখন তোমরা যেমন নিজের আত্মাকে জানো তেমনি বাবাকেও জানো ।আত্মা বাবাকে ডাকে, তোমরা নিজের আত্মাকে দেখছো? তাহলে পরমাত্মাকে কেমন করে দেখবে? কিন্তু হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পারবে। তাহলে তোমরা যখন জানো তাঁকে, তাহলে তাঁকে দেখলে কিইবা লাভ হবে? এই সব পড়াশোনা তো পড়বার জন্য, যাতে মানুষ দেবতায় পরিণত হতে পারে । এই পড়াশোনা তো ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার জন্য ।এই লক্ষী নারায়ণ কোথা থেকে এমন কর্ম শিখলেন? সঙ্গমযুগে শিখলেন । বাবা বলেন যে আমি সঙ্গমের সময় এসে তোমাদের নতুন

দুনিয়ায় যাবার জন্য পড়াশোনা করাই । বাবা প্রদর্শনীতে তার (টেলিগ্রাম) করে লিখে পাঠাতে বলছেন যে, "এই হলো সঙ্গমযুগ" । বাবা বলছেন যে তোমরা আমার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার নিতে পারো আগামী ২১ জন্মের জন্য । তোমাদের "সঙ্গমযুগ" এই কথাটা নিশ্চয়ই লিখতে হবে । খুব সঠিক ভাবে যে তার(টেলিগ্রাম) টা যাবে সেটার প্রতিলিপি (copy) ওখানে লাগাতে হবে । বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে । তাহলে দিন প্রতিদিনে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে । নীচে লিখতে হবে "বাপদাদা।" শিববাবা যিনি আত্মাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের শেখান । বাবা বলছেন যে আমার একটা শরীরের আধার প্রয়োজন আছে । শিব তো নিরাকার । ওনার তো নিজস্ব কোনো শরীর নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তো সব সূক্ষ্ম আকারী, বাকি সবারই শরীরে আছে। বাবা বলেন যে আমার শরীর কোথায় হয়, কিন্তু এমনও হয় না যে আমি নাম রূপের থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র । খুব পরিস্কার ভাবে বাচ্চাদের বোঝাই । আমি হলাম নিরাকার । কিন্তু আমি যখন আসবো তখন আমার একটা শরীর নিশ্চয়ই চাই । আমি গর্ভ মধ্যে আসি না । আমি নিজে বলে দিই যে আমি এই সাধারণ তনুতে (দেহে) এসেছি । ইনি প্রথমে পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন । মালাতেও প্রথমে শিববাবা তারপর দুটো দানা থাকে । প্রবৃত্তি মার্গ তো তাই ।এখন তো তোমরা জানো যে প্রবৃত্তি মার্গের মালা-ই হয়, যে প্রবৃত্তি মার্গে পতিত ছিল, সে এখন শিববাবার মতে চলে পবিত্র হয়ে সৃষ্টিকে পবিত্র বানিয়েছে । এই জন্য স্মৃতির মালা তৈরি হয়েছে । রুদ্র মালা আর বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা হয় । ব্রাহ্মণদের মালা হয় না। চেষ্টা করেছিলাম ব্রাহ্মণদের মালা বানাবার কিন্তু হয়নি এই জন্যই মালা বানানো, অব্যক্ত নাম দেওয়া সব ছেড়ে দিয়েছি । এখানকার দেওয়া নাম এখানেই ছেড়ে, সেই পুরোন নাম নিয়ে পালিয়ে যায় । থাকে তখন নতুন নামে কেউ ডাকবে না । তো আমাদের বাবা হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক, এবং গুরু । এমন বাবাকে খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত । কিন্তু মায়া এমন জোরালো যে সব ভুলিয়ে দেয় । এই জন্য অবস্থা টলমলে হয়ে যায় । হতাশা এসে যায় । শিববাবার স্মরণে আবার সব ঠিক হয়ে যায় । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা- পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিকারী সম্বন্ধ সম্পর্ক থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য নতুন সম্বন্ধে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে ।

২) অন্যদের বোঝানোর জন্যে সবসময় খুশীতে থাকতে হবে । সদ্ পিতা , সদ্ শিক্ষক, সদ্গুরুর শ্রীমত অনুসরণ করে অন্যদের জন্য অন্ধের লাঠি হতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা কঠিন কাজকে সহজ বানাবার ডবল লাইট ভবঃ (হও) !

যে বাচ্চারা নিরন্তর স্মরণে থাকে তারা সর্বদা সঙ্গে (company) থাকার অনুভব করে । তাদের সামনে যে কোনও সমস্যাই আসুক না কেন, নিজেকে কম্বাইন্ড থাকার অনুভব করবে। কখনো

ঘাবড়াবে না । এই কম্বাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি যে কোনও কঠিন কাজকে সহজ করে দেয় । কখনো কোনো বড় পরিস্থিতি তোমাদের সামনে এলে নিজের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে ডবল লাইট হয়ে যাও । তাহলে ফরিস্তার মতো দিন রাত মনের খুশীতে মনে মনে ডান্স করতে থাকবে ।

স্লোগান :- যে কোনো কারণকে নিবারণ করে সন্তুষ্ট থাকে আর সন্তুষ্ট রাখে -- সে-ই হল সন্তুষ্টমণি ।